৪৬

তারিখ 27 AUG 1989
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

13

দৈনিক খবর

পথকলিদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন —প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ নিঃস ও অসহায় পথকলিদের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য সমাজের বিত্তবানদের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, মানবতাবাদী ও কবি প্রেসিডেন্ট এরশাদ তাঁর হৃদয়ের সমস্ত দরদ ও অনুভূতি দিয়ে পথের পাশে পড়ে থাকা এসব ভাগ্যাহত নিষ্পাপ শিশুদের কল্যাণেএগিয়েএসেছেন।

অবহেলিত, উপেক্ষিত এ শিশুদের নাম দিয়েছেন পথকলি। কাজী জাফর বলেন, প্রেসিডেন্ট এরশাদই প্রথম রাষ্ট্র

পথকলিদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধান যিনি অনুভব করেছেন, এ মাসূম শিশুদেরও শৈশবের দাবী আছে, আছে শিক্ষার প্রয়োজন, সমাজের অন্যান্য শিশুদের মত বেঁচে থাকার অধিকার। তিনি বলেন, আর তাই প্রেসিডেন্ট এরশাদ পথকলিদের কল্যাণে গঠন করেছেন পথকলি ট্রাস্ট। তাদের শিক্ষার জন্য স্থাপন করেছেন পথকলি বিদ্যালয়। আর তারা যাতে বিনা চিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে না মরে তার জন্য খুলেছেন চিকিৎসা কেন্দ্র।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল শনিবার মীরপুর ১নং সেকশনের উপ-শহর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পথকলি ট্রাস্টের জন্য চাঁদা সংগ্রহ অভিযানে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। উক্ত এলাকার ১৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েরা তাদের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে পথকলি ট্রাস্ট ফান্ডে মোট ন'হাজার তিনশ' পঁয়ত্রিশ টাকা দান করে।

কাজী জাফর বলেন, এই কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা তাদেরই সমবয়সী শিশু পথকলিদের সাহায্যে এগিয়ে এসে যে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সেটাই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা। তিনি বলেন, অর্থের মাপকাঠিতে তাদের এ আবেগ-অনুভূতিকে পরিমাপ করা ঠিক হবে না। তিনি উল্লেখ করেন, তাদের এই উদ্যোগ সমাজের বিবেকের বদ্ধ দুয়ার খুলে দেবে, সমাজের সচ্ছল শ্রেণীর মানুষের বিবেককে জাগ্রত করবে এবং তাদের এ অবহেলিত পথকলিদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করবে, যাতে এ ভাগ্যাহত পথকলিরা সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একা সরকারের পক্ষে সবকিছু করা সম্ভব নয়। আমাদের উচিত রাষ্ট্রপতি এরশাদ ও ফার্স্ট লেডী বেগম রওশন এরশাদ পথকলিদের কল্যাণে যে ট্রাস্ট গঠন করেছেন তাতে মুক্তহস্তে দান করা এবং তাকে পরিপূর্ণতা দানকরা।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ। পথকলি ট্রাস্টের অন্যতম সদস্য এডভোকেট রেজাউর রহমান এ সময় উপস্থিতছিলেন।